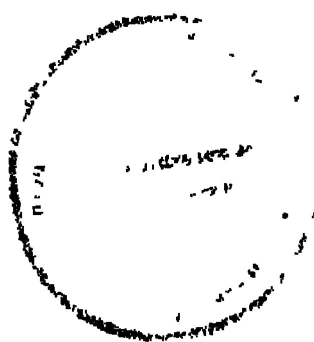
ঝর্ণাধারা

শ্রীদুলালচন্দ্র আঁতরা

ছন্দাঞ্জলি



শ্রীদুলালকৃষ্ণ সাঁতরা



মূল্য ১॥০ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীদুলালকৃষ্ণ সাঁতরা

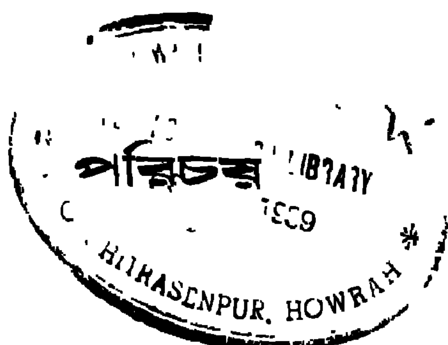
প্রিণ্টার শ্রীকিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
লেখা প্রেস
৩১নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড

উৎসর্গ

অগ্রজ প্রতিম শ্রীসন্তোষ[illegible]কার রসিকবরেষু-

তব অন্তর-প্রীতি
মোর প্রাণে জাগায়েছে গীতি,
তব প্রেরণার উৎসাহ
বার বার বলেছে মোরে "গাহো, গাহো,"—
তাই এ মোর প্রথম প্রচেষ্টাখানি
তব শ্রীহস্তে দিলাম আনি ;
জানি, হোকনা সে যত অসম্পূর্ণ
তব আপন গুণে করে নেবে তারে পূর্ণ।

ভবানীপুর। ইতি—
মহালয়া। প্রীতিমুগ্ধ
১৮ই আশ্বিন ১৩৫২। শ্রীদুলালকৃষ্ণ সাঁতরা



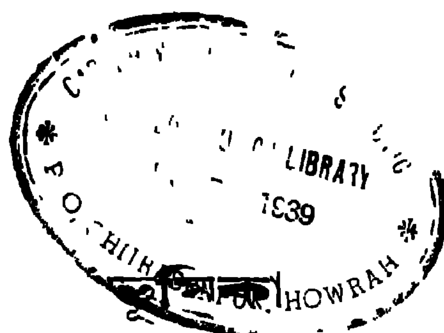
পরিচয়

কাব্যজগতে শ্রীমান কবি দুলালকৃষ্ণ অপরিচিত হ'লেও তাঁর এই প্রথম কাব্য তাঁকে সহজেই টেনে আনবে পরিচয়ের সরণীতে। কবিতাগুলির গুটিকয়েকের ভেতরে পেয়েছি সত্যকার কবিতার অভাষ। ব'লতে বাধা নেই যে তাঁর রচনার অনেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি'র ছাপ পরিলক্ষিত হ'লেও তা' নিছক অনুকরণ না হয়ে বরং হয়ে উঠেছে অননুকরণ, আর এতেই ফুটে উঠেছে কবির বাহাদুরী। স্থানে স্থানে ছন্দ ও অন্যান্য কাব্যিক গুণের বিচ্যুতি ঘ'টলেও সে-সব ত্রুটি ঘুচে গেছে একটি সহজ কবি মনের স্বচ্ছন্দ গতিতে। পরিশেষে কামনা করি যে সাহিত্য জগতে দুলালকৃষ্ণের এই আগমন যেন কালে আবির্ভাব রূপে দেখা দেয়।

২০শে আশ্বিন ১৩৫২

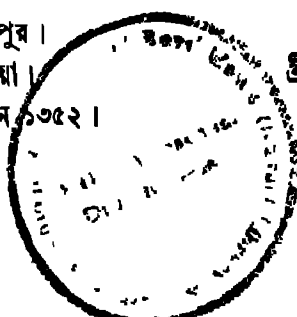
১৪।৩বি, বলরাম বসু ঘাট রোড,   শ্রীব্যোমকেশ হালদার

ভবানীপুর।



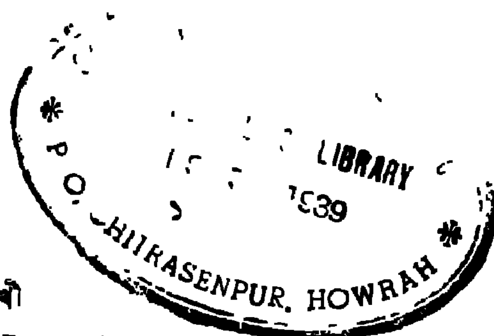
ভূমিকা

যাঁদের একান্তিক সদিচ্ছা ও পরিশ্রম আমার এই প্রথম প্রচেষ্টাকে প্রকাশের পথে এগিয়ে দিয়েছে তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বন্ধুবর বিমান বিহারী ঘোষ সূচী প্রণয়নে ও কাব্য-সংকলনে আমাকে অগাধ সাহায্য করেছেন সেজন্য তাঁকে হৃদয় নিবেদন করে দিলাম। সহকর্মী হরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ও কালীচরণ ভট্টাচার্য্য অক্লান্ত উৎসাহ ও আনুকুল্য জুগিয়েছেন ব'লে তাঁরাও আমার ধন্যবাদের পাত্র



ভবানীপুর।
মহালয়া।
১৮ই আশ্বিন ১৩৫২।

শ্রীদুলালকৃষ্ণ সাঁতরা



মনের পাখী
উড়তে চায়
সাজের বেলায়
আলো ছায়ায়

মনের সুখে
নিজের চোখে
জগৎকে সে
দেখতে চায়।

সে দেখা যে
ক্ষণেক দেখা
হৃদয় পটে
পড়বে রেখা.

পরাণ কবি
আঁকবে ছবি
নিশিদিন কল্পনায়।

২

উঠেছে তুফান
ছুটেছে বান,
পাখীর বাসায়
জেগেছে গান :

কতদিন…
পূজাহীন…
আছ তুমি
আমার ভগবান!

রাতের শেষে জাগাও ভোরে
ফুলগুলিরে গানের সুরে,

সেই সুরে
জাগাও মোরে…
তোমার সেবায় ঢেলে দেব প্রাণ!

৩

তোমার ছবি
কল্পনাতে
আঁকবো আমি
হৃদয়েতে

রসের তুলি
তন্ত্রীগুলি
ঝঙ্কারিবে বেদনাতে।

তোমার ছবি
আমার আঁকা
মনের মাঝে
থাকবে ঢাকা

নীরব রাতে
তারার সাথে
কইবো কথা
ইসারাতে

৪

তোমায় যদি নাহি পাই
এ জীবনে মুক্তি আমার নাই

কোথায় গেলে তোমায় পাব ?
সেথায় আমি চ'লে যাব' !
ধন-রত্নের মিছে আশায়
থাকতে নাহি চাই !

ছিন্ন করি সকল আশা
ভগ্ন করি বাঁধা বাসা
তোমার পানে ধা'ক আমার
সকল ভালবাসা ।

মন আমার উদাস হ'য়ে
দখিন হাওয়ায় যাক্ ব'য়ে
প্রাণ আমার তোমার প্রেমে
মিশিয়ে দিতে চাই !

৫

সাথীহারা পাখীর মত
আমিও তোমায় খুঁজি কত।

আকাশ বাতাস গ্রহতারা
সবাই তারা নিদ্রাহারা
তোমায় খুঁজে হয় যে সারা,—
আমার মত।

সাগরজল পাগল হ'য়ে
স্রোতে সে যায় ব'য়ে
তোমার খোঁজে হিমালয়ে।

তরুশাখা খোঁপার ফুল
খুলে ফেলে এলিয়ে চুল,
তোমার তরে হ'য়েছে আকুল,-
আমার মত

৬

কথা মোর
গান হ'য়ে
দখিন হাওয়ায়
যাক্ বয়ে।

প'ড়ুক গিয়ে
তোমার পায়ে,
সেই গান—
মালা হ'য়ে।

যেথায় তুমি
আছ স্বামি
কেমন ক'রে
যাব' আমি ?

তাইত' প্রাণ কেঁদে মরে
আকুল করা গানের সুরে,
গান আমার ফিরে আসুক
তোমার চরণ ছুঁয়ে।

৭

তোমায় যেদিন
পাবো স্বামি,
ধন্য সেদিন
হ'বো আমি

সকল চাওয়া
সকল পাওয়া
মিটবে আমার
সেদিন জানি।

আসবে তুমি
চুপে চুপে
আমার ঘরে
ছায়া রূপে,

আঁধার ঘরে সেদিন জানি
উঠবে জ্বলে প্রদীপ খানি,
দখিন হাতের পরশ দিয়ে
জাগাও আমায় তুমি!

শুভদিনে শুভক্ষণে
তোমায় ডাকি
মনে প্রাণে ,

ওগো স্বামি
এসো তুমি
আমার এই ভরা ভুবনে।

কত ফুল আমার ঘরে
সাজানো আছে তোমার তরে,
ঐ যে আকাশ
কত রঙে,
রাঙে সে গোধূলি লগনে ,
ঐ রঙ্ ছড়াও আমার হৃদ্‌গগনে !

৯

তোমার প্রেম
আমার ঘরে
আলোর মত
ছড়িয়ে পড়ে,

এবার স্বামি
আমায় তুমি
তোমার ক'রে
লও আমারে!

তুমি আমার
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা,
তুমি বিনা আমি হারা।
এ জীবনে কেহ আমার
তোমা সম নাহি আর;
তোমার প্রেম আলো করুক
আমার চারিধার।

১০

তোমার গান আমি
গাই বারে বারে,
তারে বাঁধবো ব'লে
হৃদয়-বীণার তারে !

যেদিন আমি ঠিক সুরে
বাঁধবো গান বীণার তারে,
আপনি তখন উঠবে বেজে
নীরব অন্ধকারে !

সেদিন আমার ধন্য হবে
সকল গান গাওয়া,
এতদিনে যা' চেয়েছি
কিছু হবে পাওয়া ;

তখন আমার নানা ভাষায়
ছুটবে গান পাখীর বাসায়
সেই গান লুটবে আমার
বিশ্বচরাচরে ।

১১

তোমার ডাক
পড়বে যবে
সব ছেড়ে মোর
যেতেই হবে।

যাবো হেসে
দিনের শেষে
যোগ দিতে সেই
মহোৎসবে

সেথায় তোমার
নিত্য মেলা,
রঙ্গ-রসে
হচ্ছে খেলা,

পৌঁছাব' সেই নীরব রাতে
হৃদয় বীণা নিয়ে সাথে
চিত্ত আমার যেথায় গিয়ে
রবে নীরবেতে

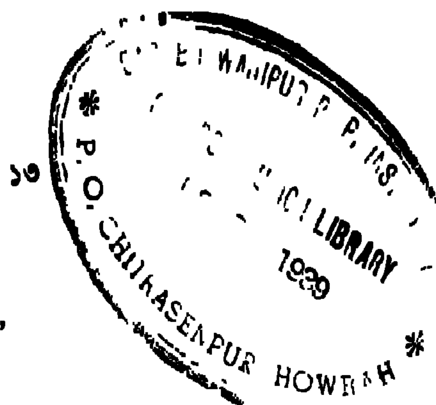
১২

তোমার কথা
রাত্র দিনে
ভাবতে আমি
আর পারিনে !

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দখিন পবনে।

কেমন ক'রে
একলা আমি
তোমায় ছেড়ে
থাকবো স্বামি !

ক্ষণে ক্ষণে মনের কোণে
কে যেন সে ব'লছে গানে
তোমার সাথে হবে মিলন
নিখিল ভুবনে।



দিনের দুরাশা
রাতের ভাষা,
তাই নিয়ে কল্পনা
বেঁধেছে বাসা ।

স্থান কোথা নাহি পায়,
তবু প্রাণ যেতে চায়
ভাঙ্গিয়া বাঁধনের কারা
মিটাতে প্রাণের আশা

উতল যখন হ'য়েছে প্রাণ
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ ?

নিঠুর এ হেন কারাগারে
আর কতদিন রাখবে ধরে ?
মিটাতে দেবে না মোর
প্রাণের তিয়াসা !

জীবনে মরণে স্বামি ;
তোমারে যে ভালবেসেছি আমি !
আমার পূজার ফুল
নিজ হাতে তুলে লও তুমি !

তোমায় দিয়ে পূজার ডালি
মুছুক আমার মনের কালি
চ'লার পথে তোমার সাথে -
নিত্য অনুগামী।

এই আশাটি পূরণ কর'
আমার জীবনে,
তোমার সাথে চ'লবো রাতে
বিশ্ব-ভুবনে !

প্রাণ তোমার প্রেমে ভরা
আমার মনে দিও ধরা,
দয়া যদি চাইতে না জানি
দয়া করে চরণে নিও টানি !

পতি রূপে সাথী রূপে
চাই তোমারে !
এই ইচ্ছা পূরণ ক'রো
তুমি আমারে !

ফুল জাগান ফাগুন রাতে
জেগে আছি তারার সাথে
এবার তুমি চু'পে চু'পে
• এসো আমার ঘরে !

দখিন হাত বাড়াও নাথ
আর পারিনা জাগতে রাত !

আলস ভারে দুটি আঁখি
আঁধার ক'রে আসছে ঢাকি
নিশি-ভোরে পরশ ক'রে
রাঙিয়ে যাও মোরে !



১৬

তোমার রূপে রং ফলাতে
হবে আমার কল্পনাতে।

দিন চ'লে যায়
আঁধার হয়,
আঁকবো ছবি
তারার আলোতে।

কত' রঙে ঢালি কালি
বুলাই তা'তে রসের তুলি
তুলি হাতে
নীরব রাতে
কাঁদে প্রাণ উৎসুক বেদনাতে

ঐ যে পাখী
      পালকে ঢাকি
এনেছে বার্ত্তা
      যেতেছে ডাকি !

            'ওরে ! আর নাই রাত
            আকাশ বাড়িয়েছে হাত ,
            দুয়ার খুলে তোরা
                  মেলে দেখ আঁখি ।'

গাছের ডালে বসে পাখী
      প্রেমের গান গায়,
ফুলগুলি ঐ ঘোমটা খুলে
      উলু-ধ্বনি দেয় ;

            পূর্ব্বগগন খুলছে তোরণ
            অনন্ত ভুবন ক'রছে বরণ,
            আকাশ বাতাস
                  মেলেছে আঁখি
            কি বার্ত্তা এনেছে পাখী !

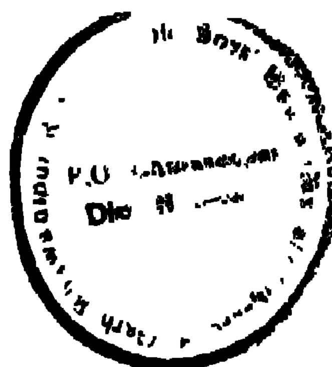
ফুলের মুখে
ফুটাও হাসি
মেঘের পাশে
লুকাও বসি !

বাতাস ভাসে
আকাশ হাসে,
ফোটে তারা
রাশি রাশি !

গানের সুরে
আছে ভরা
যত সব ফুল তারা,-

দাওনা ধরা
পাগল পারা
তোমায় খোঁজে
রবি শশী !

মিছে ভাবনায়
দিন চ'লে যায় !



ঐ যে দূরে
বাঁশীর সুরে
কে যেন
ডাকছে আমায়

চারিদিকে চাই
দেখিতে না পাই,

পরাণ কাঁদিয়া মরে
অজানারে জানিবার তরে
আকাঙ্খা মোর
বন্যা বেগে ধায় !

২০

আমার সাধনা কামনা
কিছুই ব্যর্থ যাবে না।
আমি জানি
তোমায় স্বামি
তোমার হাতে
বাজবে আমার প্রাণের বীণা !

সে আশাতে
দিনে রাতে
তার বীণাতে
রাখি পেতে !

কবে তুমি
আসবে শুনি
বাজাতে আমার প্রাণের বীণা !

২১

ওঠো তুমি নাথ
রজনী হয়েছে প্রভাত।

ফুল-তারা সাথে
নীরবে জেগেছি রাতে
প্রাতে তাদের সাথে
বাড়ায়েছি হাত!

তোমার ক্ষণিকের
করুণা মাগি
গত নিশি
গেছে জাগি,

মিটাতে মনের দাবী
খুলেছি আঁধারের চাবি
এবার ক'র তুমি
করুণ আঁখি পাত

২২

ফুল ফাগুন সম
এস হৃদয়ে মম,

এই শুভ লগনে
আমার হৃদগগনে
ফোটে গানে গানে
ধ্রুবতারা সম।

মিলন রাতে
ঝরঝরি ঝরে জল
দুটি আঁখিতে !

অঞ্চল দিয়ে
দিও মুছায়ে
নয়নের জল
তুমি প্রিয়তম !

২৩

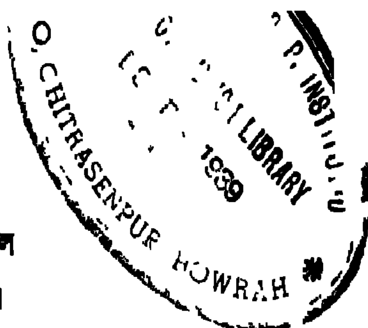
ভালবাসায় প্রাণটি ভ'রে
এলে যদি আমার ঘরে,
দখিন হাত
বাড়াও নাথ
আমায় তুমি বসাও ধ'রে।

তোমার পাশে যেদিন জানি
আপনি মোরে বসাবে তুমি
সেদিন আমি
তোমায় স্বামি
প্রাণটি দেব হাতে ধরে।

২৪

নিত্য নূতন রূপে আমি
তোমায় যে দেখি স্বামি
দূর গগনে
আপন মনে
রূপের আলোয়
বসে আছ' তুমি।

তোমার রূপে
নাই যে ছায়া
মনের মাঝে
পায় যে কায়া
গন্ধে গানে
এস প্রাণে
ফুটাবে ফুল
আমার মনভূমি !



২৫

দিনের আলো আঁধার হ'লে
পাড়ি দেব তরী ঐ কূলে।

উঠ্‌বে তখন সন্ধ্যাতারা,
পড়্‌বে তাহার আলোর ধারা
ভাসিয়ে তখন দেব তরী
মাভৈঃ ব'লে।

মাঝি হ'য়ে থাকবো বসি
পালের রসি ধরবো কসি,

স্রোতের টানে আপন মনে
চ'লবে তরী গানে গানে
নিশির শেষে ঠেকবে এসে
তোমার কূলে।

ফুলের আমি
শয়ন পাতি
তোমায় ডেকে
আনবো সাথী!

প্রাণের সুখে
তোমার মুখে—
চেয়ে আমার
কাটবে রাতি!

তোমার ছায়ায়
আমার চাওয়া
মিটিয়ে দেবে
সকল পাওয়া

তোমার পাশে
একলা ব'সে
তোমার পূজাই
করবো পতি!

আজি বুঝি অভাগীর কথা
পড়েছে মনে !
তাই বুঝি এলে নাথ
গোধুলি লগনে !

কতদিন কত রাতে,
কত সন্ধ্যা কত প্রাতে,
কেটেছে বিরহে আমার
তোমা বিহনে।

তপ্ত অশ্রু ঝরেছে
নিশিদিন
পূজার ফুল একে একে
হয়েছে মলিন।

কিছু নাহি বাকী রবে
আবার সাজাতে হবে
বরণ ডালায় নব
ফুল-আভরণে।

যা' আছে তোমার
　　জানিতে চায়,
কল্পনায় পরাণ
　　কাঁদিছে তাই !

কত বার বার
পিছু পিছু তোমার
যত দূরে যাই
ধরা নাহি পাই !

চোখে চোখে চাও
কথা নাহি কও
শুধু অলক দুলিয়ে
যাও মোরে ভুলিয়ে
এ ধরায় তোমার কিছু
　　ধরা নাহি পাই ।

২৯

আকাঙ্খা মোর
বন্যাবেগের মত
নিশি দিন
ছোটে অবিরত !

সম্মুখ পানে ধায়
পশ্চাতে নাহি চায়
পাহাড় পর্বত ভেদ
করিছে শত !

যত সে যায়
তত বাধা পায়,
প্রাণ আকাঙ্খাময়
অজানারে জানিতে চায়

যত জানা যায়
তত মনে হয়
এখনো জানার
বাকী আছে কত !

৩০

ঐ যে আকাশ সকাল বেলা
খেলে যে কত রঙের খেলা!

আলোর বরণ
অরুণ কিরণ
ঝরা ফুলে গাঁথে মালা!

মেঘ ছুটেছে গানে গানে,—
খেলতে খেলা ওদের সনে!

দিনের শেষে
আঁধার আসে
শশী-তারার হবে লীলা!

৩১

কী গান গাইল প্রাণ
ভরা ভুবনে।
প্রিয়তম আসবে আমার
শুভ লগনে!

বরণ মালা হাতে ক'রে
দাঁড়িয়ে থাকি পথের ধারে-
করে ধ'রে লব' ওরে
কতই গানে গানে!

আঁধার ঘিরে আসছে রাতি
জ্বলবে তখন তারার বাতি,

একটি শুভ দৃষ্টিপাতে
মিলন হবে বধূর সাথে
বধূবেশে চ'লবো হেসে
জীবন-মরণে!

৩২

জীবন পথে
এগিয়ে যাব'
পশ্চাতে আর
ফিরে নাহি চাব'।

যা এসেছি ফেলে
ধূলায় 'পরে অবহেলে,
তারও মুখপানে আর
ফিরে নাহি চাব'!

অতীতের মর্মকথা
প্রাণের পাতায়
আছে গাঁথা!

কোনদিনও ভুলে
তারে দেখিব না খুলে
জীবন পথে প্রতিদিন
এগিয়ে যাব'!

যতদিন বাঁচবো ভবে
তোমার আঘাত সইতে হবে।

আমার ব্যথা
কইবে কথা,
সাথী হয়ে
সাথে রবে।

দিন ফুরালে
দুয়ার খুলে
সেদিন একা
যাবো চ'লে।

নিশীথ রাতে
যাত্রা পথে
কিছুই আমার
সাথে নাহি রবে!

মনের ঘরে
      তোমায় ডেকে
নাম চেয়েছি
      লোকের মুখে।

কত নামে ডেকেছ' তুমি
সে ডাক শুনিনি আমি,
তাই ত' বঞ্চিত আজ
      আত্ম সুখে !

গাইনি ভুলে
      তোমার গান
বাইরে শুধুই
      চেয়েছি নাম ,

সে চাওয়া যে মিছে চাওয়া
সে ত' নয় আসল পাওয়া,
এতদিনে ভাঙ্গলো ভুল
      মনের দুখে।

৩৫

তুমি চেয়ে চেয়ে
ফিরে গেছ মোর কাছে।
আমার প্রাণের পাতায় তা'
ঢাকা আছে।

তোমার পরশ পাতে
পারেনি তা প্রকাশিতে
ফুটিতে এখনো তার
বাকী আছে।

অহরহঃ সকাল সাঁঝে
গুমরি গুমরি প্রাণে বাজে,

প্রেম সে পবিত্র জানি
দিতে তা পারিনি আমি,
পাত্র ভরিয়া তা'
তোমার কাছে।

হবে হবে হবে আমার
সকল ব্যথার হবে অবসান,
যখন কণ্ঠ আমার সুর হারায়ে
গাইবে না আর গান!

নিমেষ হারা দুটি আঁখি
আঁখির জলে যাবে ঢাকি
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
অন্তহীন প্রাণ।

তখন গগন ভরা অন্ধকারে
বাজাবে না গান বীণার তারে!

হৃদয় বীণা তোমায় দিয়ে
এ-মরা প্রাণ বাঁচবে গিয়ে
কণ্ঠে ভরে দিলে আমার
সেই অতসুর গান!

৫৭

বিশ্বব্যাপী বজ্র তোমার
হানছ' বারে বারে,
তোমার আঘাত লাগে নাকো
লাগে নাকো আর!

হৃদয় মোর পাষাণ সম,
যতই তুমি বজ্র হান
পুড়েও সে যে গ'লবে নাকো
গ'লবে নাকো আর!

জানি আমি তোমায় স্বামী—.
আমার এই দেহ খানি
দহন-দানে পূর্ণ ক'রে
বজ্রে তোমায় বাজবে বাণী!

সেদিন আমি ধন্য হ'ব
তোমার সাথে সাথে রব'
দুঃখ সুখের মালা আমি
গাঁথবো নাকো আর!

তোমার আঘাত সইতে আমি
আর পারিনে ;
এবার শেষ করে নাও আমার
থাকতে দিনে দিনে।

এনেছি ফুল সাজি ভরি
তোমায় যা' দিতে পারি
যাবার সময় দিয়ে যাই
তোমার চরণে !

কত দিন কত রাতে
কত সন্ধ্যা কত প্রাতে
আঘাত তোমার
সয়েছি প্রাণ পেতে

মুখে বলি নাই কিছু
নয় করিয়া নীচু
পূজা শেষ ক'রেছি
থাকতে দিনে দিনে।

৩৯

স্থান যদি নাহি পাই
তাতে কিছু ক্ষতি নাই!
শত অপমান;
'সইবো আপন মনে,
চেয়ে তব মুখ পানে
কত গান গাই!

সবার আঘাত সইতে হবে
কইতে' হবে কথা,
নইলে আমার এ জীবনে
সব আয়োজন হবে বিফলতা!

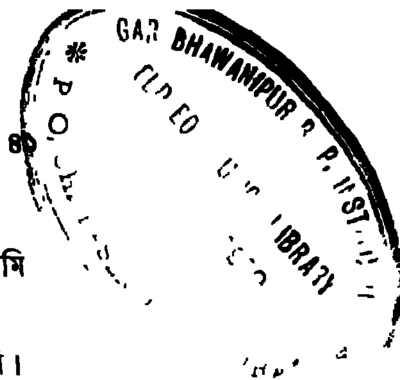
হে জননি, জন্মভূমি!
যা' দিয়েছ' মোরে তুমি
তাই নিয়ে ভেসে যাই,—
আর কিছু নাহি চাই আমি!

আমার জীবনের যত কথা
প্রাণের পাতায় আছে গাঁথা

ফুলের মতন ফুটে ;
ধূলাতে পড়ে লুটে ;
তবু সে আমার কাছে
পায়না মলিনতা।

দিনের পূজা,
রাতের আরতি,
তাই দিয়ে
করি প্রণতি !

যেদিন রব'না আমি
তোমার চরণে স্বামী,
জীবনের সকল সম্বল
রেখে যাবো হেথা !



তোমার সাথে
আবার স্বামি
হবে আমার
জানা-জানি।

মধু-রাতে
আনবে হাতে
পরাতে তোমার মালাখানি।

একটি শুভ দৃষ্টি-পাতে
মিলন হবে তোমার সাথে

বধু-বেশে
চ'লবো হেসে
টেনে দেবো
ঘোমটাখানি।

৪২

আছে আছে
আমার কাছে
পরাণ মাঝে
ঢাকা আছে ;

যেথায় তোমার নিত্য মেলা
হয় যে কত রসের খেলা
তুমি সেথায় আমার হ'য়ে
আছ আমার কাছে !

দিবস রাতে আমার হাতে
বাজে তোমার বীণা
তাইতো তোমার মনের কথা
আছে আমার জানা !

যেদিন বীণায় গান ফুরাবে
কণ্ঠ আমার সুর হারাবে
সেদিন মরণকে প্রাণ
বরণ ক'রে বাঁচে !

জানি জানি
তোমায় জানি,
শিশুর মত
সরল তুমি।

কাছে আছ'
ভালবাস,
ভুলে তাই
আছি আমি!

কত খেলা
দিনে রাতে
হয় যে আমার
তোমার সাথে;

আমার মনে
তোমার প্রেম
রঙিন হ'য়ে
থাকবে জানি!

৪৪

প্রতিদিন প্রিয় তোমার কাছে
যত গান হয়েছে শেখা ;
প্রাণের পাতায় সব থরে থরে
আছে মোর লেখা।

জীবনের পূর্ণ অবকাশে
বসন্ত বাতাসে ব'সে
একমনে যবে গাহি গান,—
তুমি দাও দেখা।

সুরের ঘোরে বারে বারে
আপনারে ভুলে যাই ;
মনে হয়, চাওয়ার মত
আমার আর কিছুই নাই।

তোমার মুখে চেয়ে দেখি,—
দুঃখ দৈন্য ভুলে থাকি ;
এমনি ক'রে বারে বারে
জ্বলুক তোমার শিখা।

৪৫

মরণ আমার
আঁধার ঘিরে
দিনের শেষে
আসবে ধীরে,

আলোর রেখা
পড়বে ঢাকা
অন্ধকারের সেই গভীরে।

গগন আমার
হ'লো হারা
জ্বলে না আর
নয়ন তারা;

রাতের শেষে
চ'ললো ভেসে
কোন সুদূরের সাগর পারে।

তোমার কাছে
কাজ ক'রে যাই,-
মূল্য তাহার
কিছুই না চাই।

যদি তুমি দয়া ক'রে
আপনি আমার হাতে ধরে
কিছু দিয়ে যাও তো
তাই নিয়ে যাই!

জীবন যখন
নিশার স্বপন,
তোমার কাছে নাইকো গোপন,
তাইতো আমি
তোমায় জানি
'সীমার মাঝে অসীম তুমি'

এ জীবনে তোমার আমি
সীমা নাহি পাই।

ওগো আমার
ব্যথার ব্যথী,
এলে যদি
আঁধার রাতি

চলার পথে
তোমার সাথে
কর তুমি আমায় সাথী

তারার আলো
কে জ্বালালো
তোমার পথে ক'রলো আলো,

কাটাও আমার মনের আঁধার
ধর তোমার
অরূপ জ্যোতিঃ।

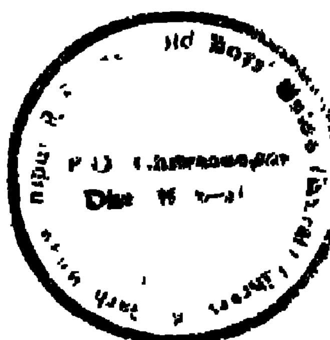
তোমার কাছে আমার চাওয়া
মিট্‌বে নাকো আর,
আমার ব'লে তোমায় চাই
কতই বারে বার।

যেদিন তুমি আমার হবে
সকল চাওয়া মিটে যাবে
তোমার কাণে শুনাবো গান
সেদিন অনিবার।

শিথিল রাতে অলক খুলে
বসাব' তোমায় আমার কোলে
রাতের পরে রাত
থাকবে তুমি নাথ
যুগে যুগে আমার
হয়ে কণ্ঠ-হার



তোমার প্রেম
    সবার বাড়া
বিশ্ব মাঝে
    ভাঙা-গড়া



দিনে দিনে
তৃণে তৃণে
আপন হাতে
    লাগাও জোড়া।

অসীম তুমি
    নাইকো সীমা
কিছুই তোমার
    যায় না জানা।

এই ভবে
যুগে যুগে
    চ'লবে তোমার
        ভাঙা গড়া।

৫০

তুমি আমায় চুরি ক'রে
কেমন ক'রে রাখবে ধরে !
বনে রাখি
বনের পাখী
পোষ মানে না রাখলে ধরে !

উড়ে বেড়ায় কতই সুখে
তোমায় দেখে মনের চোখে,
রৌদ্র-জলে
আঁখি মেলে
বেড়াই আমি সীমার সাগর পারে !

৫১

প্রেম আমার চুপে চুপে
ফুটে ওঠে বহু রূপে ;
আকাশ তলে
জলে স্থলে
তোমার পূজার গন্ধধূপে।

ঢাকা দিয়ে রাখা তারে
যায়না আর প্রাণের ঘরে ;
সকাল সাঁঝে
সবার মাঝে
জ্বালাও আমায় তোমার দীপে।

৫২

আজ এই সকাল বেলা
গাঁথবে প্রাণ ফুলের মালা !

ভোরের বেলা এসে তপন
দিয়ে গেছে মোরে স্বপন
পরাণ-সখা আসবে আমার
সাঁজের বেলা।

দুয়ার খুলে
প্রদীপ জ্বেলে
বসবো আমি এলোচুলে ;

আসার লাগি
থাকবো জাগি,
তার গলে
পরাতে মালা।

তোমার সাথে
আমি নাথ,
আর পারিনে
জাগতে রাত !

এমন ক'রে
আমায় ধ'রে
রাখবে তুমি
আর কত রাত

আলস ভারে
দুটি আঁখি
আঁখির পাতায়
আসছে ঢাকি , -

ভোরের পাখী
যাচ্ছে ডাকি,
এবার তুমি
ছাড়ো নাথ ।

সকাল বেলায় বকুল তলায়
শিশির ভেজা ঘাসে,
যে গান তুমি শিখিয়েছিলে
বসে আমার পাশে !

সে গান আজ পাখীর মুখে
ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে
আকাশ থেকে সে গান আজ
মেঘে ভেসে আসে।

এখন তুমি কাছে আমার নাই,
ভেবে না পাই কোথায় তোমার ঠাঁই,
দুটি আঁখি ছলছলিয়ে
উঠল' জল কলকলিয়ে,
একলা আমি বসে আছি
হেথায় তোমার আশাসে !

৫৫

মনের গোপনে প্রেম
আর নাহি রয়
আপনার গন্ধ আপনি
বিলাতে চায়।

(তাই) নিশীথে চুপে চুপে
ফুটেছে বহুরূপে
প্রদোষ আলোতে কারে
খুজিয়া বেড়ায়।

যেদিকে ফিরাই আঁখি
আলো ছায়া মাখামাখি,
চোখে দেখে তাই
কাকে ছেড়ে কাকে চাই,
অরুণ আলো উষার দুয়ার
ভাঙিবারে চায়

ফাগুন মাসে
ফুলের বাসে
তোমার খবর
আপনি আসে !

দখিন হাওয়ায়
আলো ছায়ায়
বিজন ঘরের
আশে পাশে।

আমার মনের
পাতায় পাতায়
লেখা হ'লো
কথায় কথায় ;

তোমার কথা
ভাববো সেথা
একা বসে
মনের পাশে !

আজ কত গানে গানে
কেন প্রেম এলো প্রাণে !

জানি না কেন হায়
দখিন হাওয়া কয়
অজানারে হবে জানা
আজ শুভ লগনে ;
তাই বুঝি প্রেম আমার
এসেছে প্রাণে !

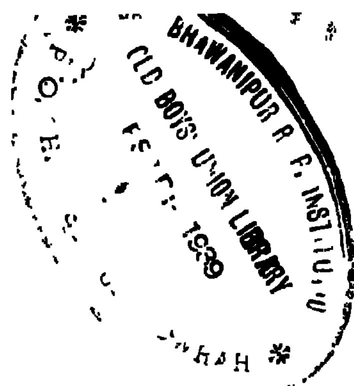
তাই আধো হাসি
আধো জল
দুটি আঁখি অবিরল
করে টলমল !
পরাণ উতলা হায়
(তাই) ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়
আসিবে প্রিয় মোর
গোধূলি লগনে ;
তাই বুঝি প্রেম আমার
এসেছে প্রাণে !

সকাল বেলা বকুল তলায়
গাঁথবো বসে মালা
বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী
কাটাই রাত্রবেলা।

সুর খুঁজে নাহি পাই
আনমনে বাজিয়ে যাই,
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

মন যে আমার উড়তে চায়
ডানা মেলে,
সীমার বাঁধন দেবো আজ
ছিন্ন করে ফেলে ;

ঊষার আলোয় মন মেতেছে
গাছে গাছে ফুল ফুটেছে,
পূর্ব গগন তোরণ খুলে
সাজায় বরণ ডালা



পাগল হাওয়া
ভোরের বেলা
আমার সাথে
খেলে খেলা ;

যাবার বেলা
বলে গেলা,—
চুল বাঁধিতে সন্ধ্যাবেলা
করিস্ না তুই হেলা।

দিনের যত ফুট্‌বে ফুল
তাই দিয়ে তুই বাঁধিস্ চুল,
সকল কথা গানে গানে
বলে গেলো গুণ্‌গুণিয়ে,—
মিলন আজিকে তোর গোধূলি বেলা।

৬০

আমার জীবন বীণার তারে
পরশ তোমার লাগে বারে বারে।
আলো ছায়ায়
দখিন হাওয়ায়
তারগুলি তাই বাজে বারে বারে!

হৃদয়পুরে কতই সুরে
আনন্দ মোর উঠছে ভ'রে
পরশ পাই দেখা নাই
পথ পানে শুধু চাই,—
পরাণ আমার কাঁদে তাই মিছে বারে বারে!

তোমার হাওয়া
লাগলে প্রাণে,
ঘুম ভেঙ্গে যায়
গানে গানে !

মেলে আঁখি
চেয়ে থাকি
শুনি গান
প্রাণের কানে !

এমনি ক'রে তুমি মোরে
দেখা দাও আলো-আঁধারে ;

লাগে ভালো
রূপের আলো
আমার দুটি
চোখের কোণে !

ঝরা ফুলের ঝরা পাতা
তাতে হয়না আমার মিলন মালা গাঁথা।

ঐ যে দিন ফুরিয়ে যায়
তার আসার সময় হয়
দখিনের শীতল বায়
ঝরা ফুল পাতা,
তাতে হয়না আমার মিলন মালা গাঁথা।

সারাদিন আঁখির জলে
আমার গেছে বিফলে,
আঁধার রাতে একা একা
তাহার নাইকো দেখা,
দিনের বেলা হয়নি আমার
মিলন মালা গাঁথা।

ভোরের পাখীর গানে গানে
ভালবাসা এলো প্রাণে—

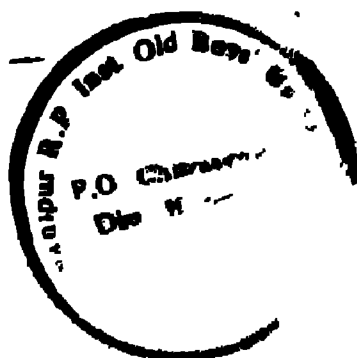
রক্ত ধারা
পাগল পারা
নাচে সকল মনে প্রাণে।

অরুণের কাঁচা আলো
দুটি চোখে লাগলো ভালো,

দিকে দিকে
চারিদিকে
ছড়িয়ে দিল ধরার প্রাণে।

সখি, আজ তোরা আমায় ভাল ক'রে সাজা,
আসবে যে আমার সে রাখাল ঘরের রাজা।
ফেলে দে তোরা ধূলাখেলা
গেঁথে নে সব বকুল মালা
এখন সখি, আমায় তোরা ভাল ক'রে সাজা।

যতই বেলা ব'য়ে যায়
ততই আমার মনে হয়
হ'লো বুঝি এবার তার আসার সময়।
মিছে দেরী করিস্ না আর
সময় যে হ'লো এবার
সকল কাজ ফেলে দিয়ে বাজা শঙ্খ বাজা
এলো বুঝি এলো যে ঐ আমার রাখাল রাজা!



নিঠুর তোমার মায়কে আমি
ভয় করি না ব'লে,
তাই বুঝি আড়াল ক'রে
লুকিয়ে গেলে চলে!

বজ্র থেকেও শক্ত এ বুক
ভরা আছে দুঃখ সুখ
মিছে কী হবে আমার
চোখের জল ফেলে!

ওপারেতে বাস করে
যত পুরবাসী
চোখের কোণে লেগে আছে
মিছে কান্না হাসি;

ওসব বালাই নাই আমার
একলা আছি সাগর পার
বলো আমার কী হবে আর
সে সব কথা বলে!

পরাণে কার পরশ লেগে
স্বপন ভেঙ্গে উঠলো জেগে ;
মেলে আঁখি
চেয়ে দেখি
দখিন হাওয়া বইছে বেগে।

আকাশ আছে মেঘে ঢাকা
গভীর রবির মৃদু রেখা,
পাখীর বাসায়
নানা ভাষায়
জাগলো গান অরুণ আভা লেগে

দাঁড়ায়েছ আজ ফিরায়ে বদন
হাসিতেছ তুমি মেলিয়া নয়ন !
মোর কথা বুঝি পড়েছে মনে
তাই বুঝি এলে গোধূলি ক্ষণে
সজল সন্ধ্যায় দখিনের বায় চুমিতে বদন
বুঝিতে না পারি কি জানি কী
আছে তোমার মনে ;
কোন টানে নিয়ে যাও মোরে
তব রহস্য ভবনে !
পিছু পিছু ছুটি কত
পলাতক বালকের মত
মোর পানে চেয়ে হাসিতেছ তুমি
তুলিয়া নয়ন

৬৮

ফাগুণ আজ তরুর বুকে
ব্যথায় দিল ভরে
ক্ষণিক পরে ফুটবে ফুল
গন্ধে আকুল করে

রাতে ঢাকা তরুশাখা
চারিদিকে মসী মাখা
আকাশ আছে মেঘে ঢাকা
আঁখি-জল ভরে।

যখন ফুটবে ফুল
কইবে কথা,
তখন সকল ব্যথা
হবে সফলতা

রাত্র যায় প্রভাত হয়
আলো ছায়ায় দেখা যায়,
বিশ্ব জুড়ে ফুটছে ফুল
ভুবন আকুল করে।

৬৯

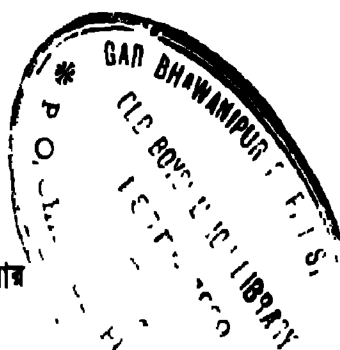
আকাশ আজ উড়বে বলে
দাড়িয়ে আছে রঙীন পাখা মেলে।
ঐ দেখে
তরু বুকে
ফোটায়ে ফুল
আঁখির জল ফেলে

দখিণ হাওয়ায় সাগর জল
করছে টল মল।

মেঘ যে ঐ থাকে থাকে
দাঁড়িয়ে থাকে আকাশ ঢেকে
রূপের ছায়া পড়েছে তাঁর
সীমার সাগর জলে।

আঁধার মাঝে চাঁদের আলো
ছন্দে প্রাণ নাচিয়ে তোলো ;
আলো-ছায়া আমার চাওয়া
এই ভালো এই ভালো !

সাগর মাঝে ঢেউ উঠে
ফুলের বুকে গন্ধ ছুটে
দখিন হাওয়ায় উন্মাদনায়
পরাণ মাঝে প্রেমের দীপ জ্বালে



তোমার ছবি আমার আঁকা
শেষ হবে না আর
বিশ্বজুড়ে তোমার খেলা
চল্‌ছে বারে বার !

রঙে রঙে রঙ্ যে গুলি'
বুলিয়ে যাই রসের তুলি
তবু যেন মনে হয়
শেষ নাহি তার !

এমনি ক'রে রাত্রদিন
চিত্ত-কবি বিরামহীন
অরূপ তোমার রূপের ছবি
শেষ হয় না আর !

নতুন নামে
        ডাকবে মোরে
বাঁধবে দুটি
        বাহু ডোরে ;

কবে থেকে
স্বপন দেখে
আছি নিশি
        ঘুম ঘোরে ।

তুমি আছ আমার মাঝে
জানতে চাই সকল কাজে,

তুমি প্রিয়
আমায় নিয়ো
বিরহে বাঁধিয়া
        নবীন জীবন ডোরে

৭৩

আঁধার ঘরে জ্বালবো আলো
অজানারে বাসবো ভালো ;
মনের সুখে
রাখবো বুকে
সেই ভালো সেই ভালো !

ঐ যে আকাশ বুকের প'রে,
ফুটায় ফুল নিশি ভ'রে,
মেঘের কোলে
শশী দোলে,
সেই ভালো সেই ভালো !

আজ আমার গাছে
যে ফুল ফুটিয়াছে,
জানি স্বামী
আসবে তুমি
গন্ধ নিতে আমার কাছে

'প্রহর শেষে
কাছে পাব'
মুখে মুখে
পরশ লব'

সকল ব্যথা ভুলে
দেবো চু'ল খুলে
এমনি ক'রে পাই যেন গো-
নিত্য তোমার কাছে

৭৫

তোমার প্রেম
সবার বাড়া
হাত বাড়িয়ে
যায় না ধরা !

মনে করি
রাখবো ধরি
ওগো আমার
পাগল-পারা

ধ'রতে তোমায় যাই যত'
আঘাত তুমি হান' তত'
আঘাত খাই
এগিয়ে যাই
তবু তুমি দেও না ধরা !

তোমার বাতাস
তোমার আলো,
আমার কাছে
সবই ভালো।

তোমার পরশ
অমৃত সরস
কাটে আমার
আঁধার কালো।

দুটি আঁখি
যেথায় রাখি,
তোমার ছবি
সেথায় দেখি!

কত রঙে
কত ঢঙে
ঝরে তোমার
রূপের আলো।

৭৭

দিবস রাতে
কথার মালা
গেঁথে গেঁথে,

তোমায় স্বামি
ডাকছি আমি
ধূলার পরে
আঁচল পেতে।

তুমি এসে বসো হেথা
ধন্য হোক মালা গাঁথা,
কত আশা
ভালবাসা
পরাব' মালা
তোমার হাতে !

স্বপন মাঝে আসা-যাওয়া
তোমার দ্বারে বার
জেগে দেখা তোমায় আমি
পাইনে কেন আর ?

তাইতো ভাবি মনে মনে
কী করেছি এ জীবনে
তোমার দ্বারে হয়নি যাওয়া
নিয়ে ফুল-হার !

সমস্ত দিন করি আমি
শুধুই মিছে খেলা
পূজার ফুল হয়নি আমার
সাজি ভ'রে তোলা।

বেলা দিনের ফুরিয়ে এলো
রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলো
নিবিড় কালো হ'য়ে ঐ
ঢাকে চারিধার।

৭৯

তুলি নাই ফুল আমি
গাঁথি নাই মালা
আমি আলসেতে বসেছিনু
সারা সকাল বেলা

দিনের শেষে ক্লান্ত রবি
সাগর জলে ছায়ার ছবি ;
পূজার ঘরে হয়নি আমার
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা !

রাত্রদিন বিফলে যায়
শুধু আমার তোমার ভাবনায় !
তুমি আছ আমার মাঝে
এ কথা যে জানি না যে
ভাল করে জানিয়ে তুমি
জুড়িয়ে দাও জ্বালা ।

যেদিন যায়
সেদিন ভালো !
আঁধার মাঝে
তারার আলো,
নীরব রাতে
ফুলের সাথে
জাগতে আমার লাগে ভালো !

রাত্র-দিনের যাওয়া-আসা
আমার মাঝে,
হৃদয়-বীণার তার গুলিতে
কী সুর বাজে !

এমনি ক'রে বীণার তারে
আঘাত তোমার লাগে ভালো !

৮১

দিনে দিনে আঘাত হেনে হেনে
মরার মুখে এনেছ' টেনে।
আর কী চাও!
শেষ ক'রে নাও
এবার তোমার আপন জন জেনে!

তোমায় ছেড়ে থাকতে স্বামী!
আর কতদিন রইবো আমি?
নয়ন তারা
করো হারা
ওগো থাকতে দিনে দিনে!

৮২

প্রিয় চেয়ে দেখ মোর পানে
চিনতে পারো কিনা !
ফেলে দিছি বাঁশী আমি
হাতে নিছি বীণা !

বসন ভূষণ ফেলে
এসেছি এলোচুলে
দেখ তুমি আঁখি তুলে
চিনতে পারো কিনা।

কেমন ক'রে চিনবে তুমি
চেনার মতন নইগো আমি
আবার কতদিন পরে
এসেছি তোমার ঘরে
(আজ) আপন হাতে বাজিয়ে যাবো
তোমার বীণা !

ফুটিয়ে তোল
নিশি ভোরে
তুমি মোরে
গোলাপ করে !

প্রাণের আশা
এই যে নেশা,
মিটিয়ে দাও
গন্ধে ভরে !

অনেক দিনের
আকাশ চাওয়া
আসবে ছুটে
দখিন হাওয়া—

লুটিয়ে দেবে
ফুটিয়ে নেবে
গন্ধ সুধা
আকুল করে !

যা আছে তোর
ভোগ ক'রে নে,
কাল যে আর
সময় পাবিনে!
জীবন দিন
হচ্ছে ক্ষীণ
আপন মনে দিনে দিনে।

যা আছে তোর
বাসনাতে
ভরে দিস দিবস রাতে
জীবন মম
স্বপন সম
ছোটে সে
কাহার পানে

ওই যে শিশুর খেলা আমি
বড়ো ভালবাসি,
ক্ষণে ক্ষণে কান্না তাহার
ক্ষণে ক্ষণে হাসি।

দিনের আলো নিভে এলো
ধূলা-খেলা সাঙ্গ হ'লো,
আপন মনে ঘুমিয়ে গেলো
রইলো প'ড়ে বাঁশী।

দিনের বাঁধা খেলা ঘর
সেথায় নামে অন্ধকার,
নাইক' সাথী নীরব রাতি
আকাশ ভেঙ্গে
উছলে ধরায় শশী!

মনের সুখে চেয়েছিনু
তোমার মুখে—
তুমি হানলে বজ্র
আমার বুকে।

আর কি চাও
শেষ ক'রে নাও
দিনের আলো
থাকতে আমার চোখে

যা ছিলো মোর
কেড়ে নিলে
ঘর থেকে আজ
তাড়িয়ে দিলে,

এখন আমি
মুক্ত পাখী
যাবার সময়
বলছি ডাকি
কোন খবর রাখবো না আর
সুখের দুখের!

এ জীবনে চিনিনা জানিনা যারে
তবে কেন হায়!
স্বপ্নের বেদনায় প্রাণ কেঁদে কেঁদে কয়—
আমি তোমা ছাড়া আর কারো নয়

যুগে যুগে অনিবার
শতরূপে শতবার
আমি ভালবেসে তোমারে
করেছি আপনার!

আমার চিত্ত-গগন-পটে
নিত্য কত ফুল ফোটে
ভুবন ব্যাপী গন্ধ ছোটে তার।

অচেতনে তোমারে আমি পেয়েছি
সেথায় কত কথা ক'য়েছি,
জেগে মনে হয় এর কী
কিছুই সত্য নয়!

৮৮

তোমার পূজা
দেওয়ার তরে
মন যে আমার
রয় না ঘরে ।

বাইরে এসে
একলা বসে
ডাকি তোমায়
নীরব অন্ধকারে

নাইকো আমার
কোন আয়োজন
তোমার পূজায়
আছে শুধুই মন

ওগো স্বামি
এসো তুমি
আমার পূজার
লওয়ার তরে

আমি তোমার আসার লাগি
নাইকো ছিনু জাগি।
তোমার সাথে হ'লো না দেখা
আমি এমন হতভাগী;

নীরব রাতে বনের পথে
এসেছিলে গভীর রাতে
স্বপ্নে তোমায় দেখেছিনু
উঠিনিক' জাগি!

আলসেতে পড়েছিনু
মনের ছায়াতলে,
তখন তোমায় দেখিনি আমি
দুটি নয়ান মেলে।

নিশার স্বপন ভাঙলো যখন
হেথায় তুমি নাইকো তখন
কতই দুঃখ বাজলো আমায়
তখন তোমার লাগি।

দিনের আলো
যেখানেতে প'ড়বে ঢাকা,
সেইখানেতে তোমার ছবি
যাবে দেখা।

বিশ্বব্যাপী চারিধার
গহন-গম্ভীর অন্ধকার
সেখানেও জ্বলে তোমার
স্বরূপ-শিখা।

অসীম আকাশ ভরা
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা
আছে আলোয় ভরা ;
সেথায় তুমি জগৎ-কবি
কতই রঙে আঁকো ছবি
এক মনে রাত্রি-দিন
বসে একা-একা !

শ্রাবণ ঘন বাদল দিনে
তোমা বিনা থাকি কেমনে !
একা একা
ছবি আঁকা
দিন চলে যায় আপন মনে

অলস আঁধার
ঘনায়ে আসে
ধীরে ধীরে
চারি পাশে ,
ঢাকছে আলো
নিবিড় কালো
খেয়ে খেয়ে নিখিল ভুবনে !

৯২

শ্রাবণের এই সকাল বেলা
রৌদ্র-জলে কতই খেলা,
জোয়ার জলে
নদীর কুলে
বসেছে কতই চখাচখীর মেলা

আমার শুধু একা একা
ঘরের মাঝে বসে থাকা ;
নীল আকাশে
চাঁদের পাশে
ভেসে বেড়ায় শাদা মেঘের ভেলা

৯৩

এতদিন যা' করেছি
সবই আমার মিছে ;
আজ চ'লছি আমি
তোমার পিছে পিছে।

তোমার গানের 'পরে
বীণাখানি নেব' ধরে
সভায় গিয়ে বসবো
আমি সবার নীচে।

যে আসনের মূল্য না হয় দিতে
সেই ধুলাতে বসবো আঁচল পেতে
তোমার মুখের পানে চেয়ে
একটি গান যাবো গেয়ে
সভায় তোমার স্থান দিয়ো
তারে সবার নীচে !

৭৪

রাতের পরে রাত কেটে যায়
নাইকো তোমার দেখা
কেমন ক'রে কাটে আমার
এমন একা একা !

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি
দেখা যায় ঐ মেঘের ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা !

আমার দিন চ'লে যায়
চোখের জলে,
তোমায় ডাকবো ওগো
আর কী বলে !

ভাষাহারা নয়ন-তারা
তোমায় খুঁজে হয় যে সারা,
দিনের আলো
আঁধার হ'লো
যায় না আর দেখা !

৯৫

বিশ্ব-ব্যাপী বজ্র তোমার
হানছো বারংবার,
ভেঙ্গে গেছে বীণা আমার
ছিঁড়ে গেছে তার

তোমার তরে আমার আসা
আকাঙ্ক্ষাময় ভালোবাসা
মিটে গেছে আজ আমার
হ'লো অবসর !

ধুলায় লুটায় ছিন্ন বীণা
নাহি তার কোন কামনা
আমার বীণা তোমার কাণে
শুনিয়েছে গান গানে গানে
সাধ মিটিয়ে নিয়েছে প্রাণে
আর কী চাই তার !

৯৬

রাতের পরে
কাটছে রাত,
তোমার দেখা
নাইকো নাথ !

একলা ঘরে
এমন ক'রে
আর পারিনে
জাগতে রাত !

আমি যদি হ'তে তুমি
এমনি ব্যথা বাজতো জানি !

সন্ধ্যা হ'লে
চোখের জলে
কাটতো তোমার
দুখের রাত !

৯৭

আমার ফুলের গন্ধবনে
ঘুমাও তুমি নিরজনে ;
থাকবো জাগি
তোমার লাগি
চেয়ে তোমার মুখের পানে !

নয়ন মেলে যতই দেখি
ততই জাগে আশা,
মনে হয় তোমার প্রাণে
আছে আমার ভালবাসা ।

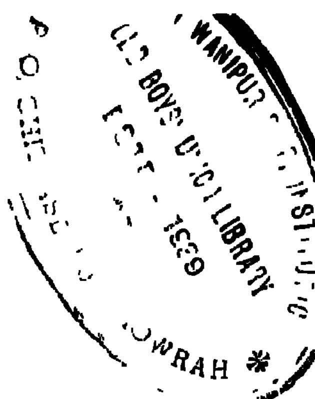
এ জীবনে তুমি আমার সব
তবে কেন মিছে কলরব ;
এতদিন ভুল করেছি
এখন বুঝি মনে !

৯৮

আমার এই জীবনের ক্ষেতে
আজও পারিনি ফসল ফলাতে ;
তাই বার বার
ভাবনা আমার
আজ কী দেব তোমার হাতে !

মুখ পানে শুধু চাও
কাছে এসে ফিরে যাও ,
ধূ-ধূ করে মরু
নাই মোর ছায়াতরু
কোথায় দেব' আমি তোমারে বসাতে

১৯



দিনের শেষে
ঘোমটা টানি
এলে তুমি
সন্ধ্যা-রাণী !

ভুবন ভ'রে
আঁধার ঘিরে
জ্বলবে তোমার
প্রদীপ খানি ।

আলোর শিখায়
যাবে দেখা
তোমার রূপের
অরূপ শিখা ;

সেই শিখাতে নীরব রাতে
পরাণ কবি কল্পনাতে
এঁকে নেবে তোমার
ছবি খানি !

সখির নগ্ন ছবি
এঁকে নাও কবি!

উষার আলো
লাগবে ভালো,
মৃদু আভা
হান্‌ছে রবি!

মুখের পানে
এক মনে চেও,
রঙে রঙে রঙ
ফলায়ে যেও ;

মনের কোণে
কতই গানে
উঠ্‌ছে জেগে
পরাণ কবি!

তোমায় সখি
সামনে রেখে
নেব আমি
ছবি এঁকে।

রাঙিন বয়ান
বাঁকা নয়ান
টানবো তুলি
• দেখে দেখে

এলিয়ে তুমি
দেবে অলক,
ঝরবে তোমার
রূপের ঝলক ;

সেই আলোকে
তোমায় দেখে
লবে পরাণ ছবি এঁকে

১০২

এসো সখি
বসে থাকি
আজ দুজনে
মুখোমুখী !

ভাষা-ভরা
নয়ন-তারা
আঁখির পাতায়
রাখিবো ঢাকি ।

মুখের পানে
মুখটি রেখে
দোঁহে দোঁহা
যাবো দেখে ;—

সেই যে দেখা
পড়বে রেখা
রাখবো প্রাণে
ছবি এঁকে

১০৩

আসিবে প্রিয়ে তুমি
আমার ঘরে,
আনিবে ফুল ওগো
আঁচল ভ'রে।

ফুলে ফুলে অনিবার
প্রাণের লতার 'পর
গাঁথিবে মালা তার
পরাতে মোরে

চোখে চোখে চাওয়া,
ক্ষণিক আলো-ছাওয়া,
অলক দুলিয়ে শুধু
হেসে চ'লে যাও।

এমনি ক'রে আস যাও
কোন কথা নাহি কও,
ধরিতে গেলে
চলিয়া যাও
দূর হ'তে দূরে।

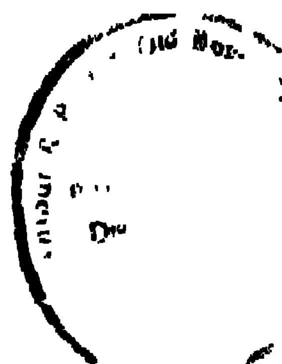
দিনের শেষে অস্ত রবির
আলোটুকু এসে
ম্লান হেসে দাঁড়ালো
আলো-আঁধারের পাশে,

সোনার প্রদীপে সন্ধ্যার আয়োজন
আকাশ বসিয়া একমনে
ধ্যানের মন্ত্র জপিতেছে
এলায়ে কেশরাশি।

আঁধার নামিতেছে ধীরে
বিশ্বের মন্দির ঘিরে ;

হাতে লয়ে দীপশিখা
এলে তুমি কোন মালবিকা,—
সাজি ভরে নিয়ে এলে
ফুল-তারা রাশিরাশি !

প্রিয়ে তোমার মুখে চেয়ে আমি
পাইনে খুঁজে কুল,
দিনের শেষে এলিয়ে পড়ে
তোমার এলোচুল।



অসীম সমুদ্র রাশি
তার মাঝে আছ বসি
ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়ে তোল
কতই তারা ফুল।

রহস্যের খেলছো খেলা
আমার মাঝে তোমার লীলা!

রাত্র দিন কত
হয় যে অবিরত
সৌরভে ছুটিয়ে দাও
নিজের বনের ফুল।

সখি তোমার স্বর্ণপদ্মদুটি
আবরণে ঢেকে রেখ নাক' আর ;
লাগাও আলো লাগাও বাতাস
ওগো তুমি কাটাও অন্ধকার !

চন্দ্রসূর্য্য একাধারে
নিশিদিন বিরাজ করে,
ভুবন ভ'রে আলো ক'রে
ওরা চলছে বারে বার।

প্রকৃতি-বধূ প্রদোষ আলোর
পরশ পেয়ে
বাসর ঘরের দুয়ার খুলে
এলো বাহিরে।

ধরণী অবগুণ্ঠন দিয়েছে খুলে
দেখিতেছে আকাশে আঁখি তুলে
ক্ষণিক পরে বাজবে চারিধারে
রবিরশ্মি তার !

১০৭

সখি তুমি

সন্ধ্যা লোকে

দেখা দিলে

কবির চোখে!

পরাণ কবি

তোমার ছবি

হৃদয় পটে

নেছে এঁকে।

নীরব-রাতে কল্পনাতে

রূপে তোমার রঙ ফলাবে

তারার আলোতে!

রাত্র যখন প্রভাত হবে

রবির আলো দেখা দেবে

তখন দোঁহে দোঁহা ভাল ক'রে

লব' দেখে।

রঙে রঙে রঙ ফলায়ে
প্রেমের বসন পরাই প্রিয়ে,
তোমার ছবি
পরাণ কবি
আঁকছে কত রসের তুলি দিয়ে।

যা' আছে তার বাসনাতে
নীরব রাতে কল্পনাতে
রূপে রঙ ফুটিয়ে তোলে
তারার আলোতে

ঐ যে আলো লাগে ভালো
আঁখি দুটি নিটোল কালো
তোমার সাথে
কহ কথা
চোখে চোখ দিয়ে।

১০৯

আজি নব বসন্তের দিনে
বকুল গন্ধ এনেছে বনে
এস ফুল কুড়াই সখি
মোরা দুজনে !

শত কাজ ফেলে দিয়ে
অতীত দিন ভুলে গিয়ে
বকুলের মালা গাঁথ আজ
উৎসুক বেদনাতে !

বসন্ত এনেছে তার
সঞ্চিত সম্বল,
যত পার লও সখি
ভরিয়া অঞ্চল !

এই ফুলে হবে মোদের
নব প্রেমের নব বিরহের
রচিতে হবে বাসর সেই
চৈত্র জোছনা রাতে !

১১৩

উড়িয়ে সোণার
আঁচলখানি
কোথায় যাও
নাহি জানি !

জানতে চাই
জানতে না পাই
বারে বারে
তোমায় আমি

তোমার ছায়ায়
আমার চাওয়া,
কিছুই তোমার
যায় না পাওয়া ;

এমন করে
আলো আঁধারে
আর কত কাল
ছল্‌বে তুমি !

১১১

আজি এই জোছনা রাতে
প্রেম করি তোমার সাথে !
তোমার দিকে দুটি আঁখি
মেলে আমি চেয়ে থাকি,
আমায় দেখে ঐ চাঁদ
হাসছে তারার সাথে !

লজ্জা আমার
নাইকো কিছু
সব দিয়েছি
প্রেমের পিছু ;

ওগো চাঁদ আমায় দেখে
প্রেম তুমি যাও শিখে
বাড়বে তখন গরব তোমার
অসীম আকাশেতে ।

যখনই চুমিতে
গিয়াছি আমি
বদন ফিরায়ে
নিয়েছ তুমি।

হেসে চ'লে যাও
কথা নাহি কও
কাল কেশে নীল
মেখল টানি।

দূর হ'তে ডাক'
হাসিতে বাঁশীতে
পিছু পিছু ধাই
না পারি ধরিতে

চেয়ে মোর চোখে
নিয়ে যাও ডেকে
তোমার কোন কল্পলোকে
কবিরে টানি।

১১৩

আজ বিদায়ের বেলা
আনমনে যাই চ'লে
চাব'না চোখে তোমার
আঁখি-জল পাবো বলে

ঝরা ফুল-মালা দিয়ে
বিদায় দিয়েছ প্রিয়ে,
আর কেন চাও ফিরে
মোর চরণ-মূলে

আমি সুদূর পরবাসী
মিছে ক'দিনের
ভালো বাসা-বাসি ;

যে আছে তোমার ঘরে
ভালোবাসা দিও তারে,

তুমি আজ হ'তে প্রিয়ে
যাও আমারে ভুলে।

স্বষ্টি আজ
ডেকে ডেকে কয়,
ওগো কবি,
তুমিও এসো হেথায়।

আছে তোমার তরে
এনেছি আঁচল-ভরে
স্বর্গ হ'তে সেই
দখিনের বায়

বস মোর ছায়াতলে
প্রাণের কল্পনা-বলে
যা' আসে তোমার মনে
গেয়ে যাও তা' গানে গানে
সময় ফুরায়ে গেলে
করিবে হায় হায়

১১৫

তরুর বুকের মাঝে
সৃষ্টির ব্যথা লুকায়ে আছে!
অব্যক্ত ভাষায়
বলিতে পারে না তায়
তাই এ পরাণ কেঁদে মরিছে।

গত ফাগুনের বসন্ত নিশীথে
কত ফুল সে ফুটায়ে গেছে!
তবু কেন হায়,—
সৃষ্টির ব্যথায়
আজও তার
পরাণ কাঁদিছে

১১৬

হে বিপুল বিশ্বভূমি।
তোমার কতটুকু জানি ?

তোমার কোলে
চোখের জলে
আসি যাই
চিরশিশু আমি '

কত চাওয়া
কত পাওয়া
আবার ক্ষণেক পরে
ভুলিয়ে দেওয়া

জীবন মম
স্বপন সম
তোমার রহস্যের
আমি কী জানি !

ভাঙবো আজ পাষাণ কারা
আনবো হেথায় নূতন ধারা ;
তুমি কবি সেকালের
আমি কবি একালের,

হয়তো মোরে মানবে না
আছে এখন যারা।
তাতে কিছু খেদ নাই।
কারার বাঁধন ভেঙে যাই ,-

আমার পরে
আসবে যারা ;
হয়তো তখন
চিনবে তারা !

সখি তোমার রূপ সাগরে
প্রেমের তরী ভাসাই বারে বারে !
মেলে আঁখি
চেয়ে থাকি
কুল খুঁজে তো পাইনা রে !

তোমার রূপের রূপধারা
ঢেউয়ের মতন বাঁধনহারা,
দিনে রাতে
চলছে স্রোতে
কোন অজানার আলো-আঁধারে !

কী আছে হোথায়
জানিতে চাই
তাই দিনে দিনে এগিয়ে যাই
অজানার ঐ বাঁশীর সুরে।

চ'লেছি দূর হ'তে দূরে
অতীতের পানে ফিরে চাহিবার
সময় যে নাই !

জীবনের খরস্রোতে ভাসি যে সদাই
এর কোন কূল খুঁজে নাহি পাই,
ঐ হে আকাশ আগে পাছে
মনে হয় অতি কাছে
ধরিতে গেলে
তারও ধরা নাহি পাই !

বেঁধে তোমায়
রাখবো প্রিয়ে
এই পরাণের
ভালবাসা দিয়ে

আকাশ ভরা
চন্দ্র-তারা
থাকবে তোমার
গলার মালা হয়ে।

পরশ তোমায়
যায় না করা
সকল দেহে
দাও যে ধরা,

সবার মাঝে
নানা কাজে
জাগাও মোরে
আঁচল হাওয়া দিয়ে

১২১

মন ভোলানো
শিশুর হাসি
আমি বড়ো ভালোবাসি

শিশুর সাথে খেলতে খেলা-
আকাশ চায় সকাল-বেলা
অরুণ-কিরণ ছড়ায় তার
রূপের রাশি !

আকাশ-বাতাস
সবাই তাকে,
বুকের মাঝে
লুকিয়ে রাখে ,

শিশু তার মাকে
অকারণে ডাকে
মায়ের কোলে ব'সে
ফোটে নূতন হাসি ।

১২২

আজ শারদ প্রাতে
- তোমাতে আমাতে
চল' যাই প্রিয়

ফুল কুড়াতে।
বকুলের ছায়াতলে
বসিবো এলোচুলে
গাঁথিবো মালা আমি
. হাসিতে হাসিতে

ধূলার 'পরে আঁচল পাতি
পাশে তোমায় বসাবো সাথী
সেই নির্জন বনমাঝে
তরুর লহরী বাজে
সেথায় হবে মোদের
বাসর সাজাতে

১২৩

শৈশবে ছিলে মোর
খেলার সাথী ;
এসেছ মধু-রাতি
ওগো প্রাণপতি !

এ তনু-মন-ধন
আজ করি নিবেদন,
নিশিদিন তোমার পূজায়
হোক আরতি !

কণ্ঠে আমার যে গান আছে
আমি গাইবো তোমার কাছে ,
দিয়ে তুমি মন
শোন কিছুক্ষণ ;
তোমার কাছে আমার
এই মিনতি !

১২৪

আজ প্রাতে প্রাণ মোর
হয়েছে আকুল !
এস সখি, কুড়াতে যাই
বসন্তের বকুল।

আঁধার না ফুরাতে,
উষার আলোতে,
হবে যে কুড়াতে,
সেই ঝরা ফুল।

সেই ফুল তোমার আঁচলে
আলোয় আলো ক'রে,
থাকবে আমার সারাটি
দিন-মান ভ'রে !

সেদিন না ফুরাতে
হবে মোর আশা পূরাতে ;
প'ড়বে ঢাকা সন্ধ্যারাতে
তোমার এলোচুল !

শিথিল কেশে প'রে মালিকা,
স্বর্গ হ'তে নেমে এলে
শুভ্র বসনে কে তুমি বালিকা !
চারিধারে উষার আলো
কেটে যায় আঁধার কালো
সীমন্তে তোমার দেখা গেল
সিন্দূরের রেখা !

তখন আধ-আধ হাসি
ফেলে দিলে ফুল তুমি
তুলে নিলে বাঁশী !

সেই বাঁশীর সুরে
তুমি ডাকিলে মোরে
এখন করো প্রিয়
মোর সাথে দেখা !

তুমি কার প্রতীক্ষায় রয়েছ' বালা
হাতে নিয়ে মালা গোধূলি বেলা ;
চেয়ে চকিত হরিণীর মত
কাঁপিতেছ থর থর কত,
সরমে অন্তর হয়ে অবনত—
বসে একেলা !

দিনের শেষে অস্তরবির
শেষ আলোটুকু এসে
ঝিকি-মিকি করে
তোমার কালো কেশের পাশে।

তুমি বনের আড়াল থেকে
দূর পথে নিতেছ দেখে
আনমনে হ'লো সন্ধ্যার
লক্ষ দীপ-জ্বালা !

১২৭

খেলা ঘরে
মনে আছে সখি
মোর হাতে
বেঁধেছিলে রাখী!

আজ কবির কবিতারূপে
এলে তুমি চু'পে চু'পে
হাসির উৎস অঞ্চলে কেন
রেখেছ' ঢাকি!

তুমি বারেক
ফিরাও বয়ান
আমি মেলিয়া
রেখেছি নয়ান!

সেই মিলনের চার চোখে
দোঁহা দোঁহে লব' দেখে
চ'লে যাবো দুজনে দুপথে
স্মৃতিখানি রেখে।

১২৮

তোমার নয়ানে
নয়ন দিয়া
কেমনে জাগিয়া
রহিব প্রিয়া !

দুটি আঁখি মোর
ধরে যদি ঘুম ঘোর
ঐ হাসি পানে কেমনে
রব চাহিয়া !

যদি আলস ভরে
ঘুমায়ে পড়ি
তোমার বুকের পরে,

নিশি ঘন অন্ধকারে
ধরিয়ো বাহু ডোরে,
ঢাকিয়া রেখো মোরে
শিথিল কবরী দিয়া !

১২৯

ফাগুনের এই সকাল বেলা
দোলা দিয়ে তোমার চলা,
আঁচল হাওয়ায়
ঘুম ভেঙে যায়,
তোমার কথা আমার সাথে
কানে কানে বলা।

যুথীর বনে ফুটছে ফুল
এলিয়ে তোমার পড়ছে চুল,
প্রাণের পাতায়
গন্ধে মাতায়
তোমার সাথে ভাসতে চায়
শাদা মেঘের ভেলা।

বিরহী মনের বাঁধ ভেঙেছে
উছলে পড়ে জল,
কূলে কূলে কলরোদন
করছে খল খল।

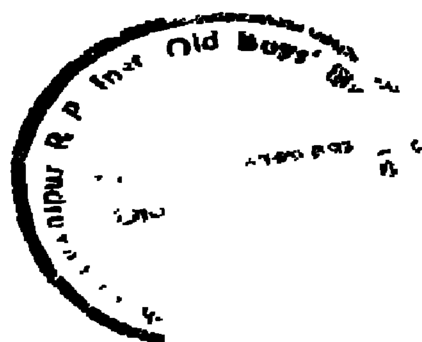
কূল ছাপিয়ে জীবন নদী
বইতে সে চায় নিরবধি
সীমার মাঝে অসীম আকাশ
ক'রছে টলমল !

বরষার মেঘ ধরেছে
নিবিড় ঘন কালো,
বিজলী ঐ হানছে আভা
তীব্র তার আলো ;

নিখিল ভুবন মেলছে পাখা
আকাশ মাঝে উড়বে একা,
বিরহী মনের বাঁধ ভেঙেছে
লাগে না আর ভালো !

কাজল আঁকা সিঁদুর মাখা
সীঁথির পরে ঘোমটা ঢাকা
বধূবেশে
দিনের শেষে
হেসে হেসে দিলে দেখা।

স্বচ্ছ দুটি আঁখি তারা
আঁধার রাতে জ্ব'লবে তারা
দাওনা ধরা
পাগল পারা
তোমায় আমায় চোখে চোখে দেখা



হারিয়ে যা' গেছে আমার
    পাবো নাক' আর,
মিছে কেন ভাবি বলো
    তার তরে আর।

যতদিন ছিলো কাছে
হারিয়ে সে যায় পাছে
    আঁকড়ে ধরে
    ছিলাম তারে
বলেছিলাম 'আমার'!

গেছে যখন আপদ গেছে চুকে
পেলেও তাকে দেখবো না আর চোখে,
    মিছে মায়ার
    ঐ যে ছায়া
কিছু ওর যায় না পাওয়া—
    আমি অকারণে
    ঘুরবো না আর
    মিছে বারে বার!

১৩৩

জানি জানি তোমায় জানি
ভাল ক'রে জানি।
তোমার সাথে কত খেলা
খেলেছিনু আমি।

সেই নদীর পারে বলুচরে
ঘর বাঁধিতাম প্রাণের পরে
সেথায় তোমার বধু আমি
তুমি ছিলে স্বামী।

তোমায় ভালবেসেছিল
আমার এ মন,
তাইতো তোমার সহেছি
কতই জ্বালাতন

আবার তোমার লুকোচুরি
সইতে আর নাহি পারি,
এমনি ক'রে জালাবে তুমি
আর কত দিন শুনি

প্রহর শেষে চৈত্র এসে
প্রাণের পাশে দাঁড়ায় হেসে,
উদাস করা দখিন-হাওয়া,
মিটিয়ে দেবে সকল পাওয়া ;

দিনের শেষে
ফুলের গন্ধ এসে।
ভোরের কোকিল
গেয়েছে গান,
তরু-শাখা
পেয়েছে প্রাণ,

বসন্ত আজ হয়েছে দাতা,
তার প্রাণ—ভরা কত কথা,—
সবার সাথে কইছে সে
শুধুই হেসে হেসে।

প্রিয়ে ! সারাদিন হেসে হেসে
দিনের প্রান্তে এসে
গগন ভেদিয়া নয়ন মুদিয়া
দাঁড়ালে ম্লান হেঁসে।

সোণার বরণ আঁচলখানি
আধার বক্ষমাঝে নিতেছে টানি ;
বিরহে তোমার কাঁদে বিভাবরী
গগনে নাহিক' ফুলের রেশ !

সুন্দরি, বক্ষের নিচলবাস
যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বগ
কাঁদিছে চরণে ধরি।

তবু কিগো প্রিয়ে চাহিবেনা ফিরে ?
কতকাল রহিবে আঁধারের বক্ষ ভ'রে !
আবার কোন শুভক্ষণে পূর্ব্বগগনে
দেখিব তোমার নূতন বেশ।

দিনের আলো
আঁধার হ'লে
অলক সখি
এলিয়ে চ'লে।

কোন বেদনায়
বুঝিনা হায়!
. বুক ভেসে যায়
চোখের জলে।

সারা দিনের গাঁথা মালা
লাগে তাতে কত ধূলা;

আলস ভরে
ঝরে পড়ে,
ফুল গুলি সব
চরণ তলে!

প্রিয়, আমার বয়ানে
নয়ন দিয়ে,
ওগো তুমি আসিতেছ
রহিয়ে রহিয়ে ;—

তখন ছিল উষার আধ-আলো,
আমারে কী তোমার লেগেছিলো ভালো ?
তবে অতিথিনীর সকল সমর্পণ
যাও তুমি নিয়ে !

আজ আমার বলিতে
আছে যাহা কিছু—
মনে-প্রাণে স্নুন্দর'
অর্পিনু তোমা পিছু !

আবার যখন দিনের শেষে
তোমার প্রাণ এসে আঁধারে মেশে,-
সেথায় বাসর রচিব আমি
মাধুরী দিয়ে !

এই ধরণীর অন্তরের বেদনা যত
শুনিতেছে আকাশ করিয়া মাথা নত' !
ঐ যে দূরে অন্ধকারের ধারে
নীরব নিস্তব্ধতার ভিতরে
কী কথা ওদের অন্তরে অন্তরে
হতেছে অবিরত !

বুঝিতে না পারি হায়।—
রহস্য-ধরণীর কোন বেদনায়
প্রতিদিন এম্‌নি ক'রে
প্রেম করে আকাশের গলা-ধরে !

লজ্জায় ফুল তারা যত'
নয়ন করেছে নত।

দিনের শেষে নামছে নশার
নিকষ ঘন কালো
প্রিয়ে তুমি পরাণ দিয়ে
প্রেমের প্রদীপ জ্বালো
বিশ্ব ঘিরে
ধীরে ধীরে
নামছে নিশার নিকষ ঘন কালো !

ঘুমায় ধরা নগ্ন বেশে
এলিয়ে পড়া শিথিল কেশে
আকাশ এসে
বুকের পাশে
জ্বালায় তাহার আঁখি তারার আলো

সন্ধ্যার সাগরজলে ঝিলিমিলি
রূপখানি তোমার !
ও-রূপ দেখি যতবার,—
আশা মেটে নাক' আর !

এলে তুমি ভরা পূর্ণিমা রাতে,
শ্বেত শতদল লয়ে হাতে,
লুকোচুরি খেল মেঘের সাথে
অধরে হাসি ধরেনাক' আর !

কণ্ঠে তোমার করবীর মালা,
শিখরের মেখলা খোলা,
অসীম আকাশে বসন্ত বাতাসে
চলেছে অফুরন্ত লীলা !

প্রিয়ে ! শুভ্র বসন ঘিরে
কী হাসি হাসিতেছ ধীরে !
বাসর-ঘরে ছিলে ক্ষণিকের তরে,
ভেঙে দিয়ে চ'ললে আবার !

১৪১

যাহা পাই তাই
শেষ কোরে যাই !
মিছে তারে
রাখিনা ধরে ;

আজ আছি
কাল নাই

খেলা মোর শেষ ক'রে
ফেলে দিই ধুলার' পরে।

আলোর শেষে
আঁধার আসে
কেহ কারও
তরে নাই !

পরাণ কবি
দিবস রাতে
তোমার প্রেমে
আছে মেতে !

এস সখি,
চোখো চোখি
বসি মোরা
আঁচর পেতে !

যুগল নয়ান
রাঙা বয়ান
কবি তোমায় ক'রবে চয়ন ;
না করিও বাদ
মিটাও মনের সাধ ;
নীরব রাতে
তরুণ কবির সাথে !

অনন্ত প্রেমের তাজমহল,
যেন পূর্ণিমার আলো ঝলমল
যুগ যুগান্তর ধ'রে
তাজমহলের মর্মরে
গাঁথা আছে কত
কবির অশ্রুজল !

চির-মিলনের চির-বিরহের ছবি
এঁকে গেছ তুমি সম্রাট কবি !
আজ আমি কবি
যতদূর যাই,—
অসীম তুমি
সীমা নাহি পাই,

তোমার প্রেম-যমুনায় ভেসে যাই
নাহি হেরি কূল।

বঞ্চিত ছিল যারা
তারা আজ বঞ্চিত নয়,—
জগতের কাছে আজ
তারাও মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়।
বলে তারা,— "এসো ভাই
হাতে হাত মিলাই ;
মানুষের মত আমরাও
বাঁচিতে চাই।"
যাদের সর্ব অধিকারে
বঞ্চিত ক'রে
এতদিন ঘৃণাভরে
রেখেছিলে দূরে ; তারাও আজ
উন্নত শিরে চলে
বিশ্বের দরবারে, বাহু বলে
আপনার অধিকার
কেড়ে নিতে চায়!…

ধূলায় লুটায়ে যায়
সখি তব অঞ্চল
আঁখি দুটি কেন
আজি এত চঞ্চল।

কুন্তল গেছে খুলে
ফুলতারা নাই চু'লে
আলু-থালু বেশ কেন
খুলে মোরে বল।

এখনও উষার আলো
ফোটেনি করিয়া ভালো,
আধ-ছায়া আধ-আলো ;
মন কথা খুলে বলো
ওগো কার প্রেমে তুমি
সখি হয়েছ পাগল।

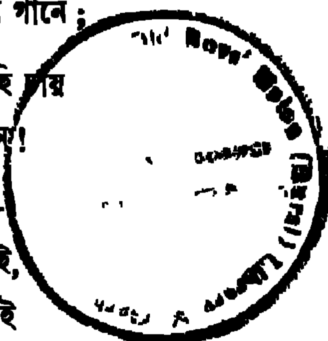
চলেছি আমি
নীরব রাতে
তারার সাথে
বিজন পথে।

যেথায় প্রিয়ে এলিয়ে চুল
নিত্য নূতন ফুটায় বকুল,
সেথায় গিয়ে গাঁথবো মালা
তরুণ প্রভাতে।

দখিনেতে থাকবে হাওয়া
গানখানি মোর হবে গাওয়া,
তোমার মুখে চেয়ে প্রিয়া
মিটবে আমার সকল পাওয়া।

বসবো তোমার ছায়াতলে
ভাসবে আঁখি শুধুই জলে,
আমার বুকে ফুটবে তারা
তোমার চাহনিতে

কল্পনা চলিতে চায় সুদূরের পানে
নিখিলের গানে গানে ;
পশ্চাতে আর ফিরে নাহি চায়
অতীতের পানে !



যতদূরে যাই—
পেয়েও না পাই,
ভাষা আর নাই
আমার মনে !

নিমেষহারা দুটি আঁখি,
অনিমেষে চেয়ে থাকি !
হঠাৎ আকাশ-আঁখির আলোকে
ভাষা এনে দিল পলকে পলকে
আবার চ'লেছি কোন কল্পলোকে
অজানার টানে টানে !

১৪৮

ওগো মোর নিশিথিনী প্রিয়ে,
বাসর রচিলে কী ফুল দিয়ে ?
কণ্ঠে তোমার ফুল-তারা-হার
অলকে কুসুম ধরে নাক' আর ;
শান্ত চরণে করুণ নয়ানে
কোথা যাও ধীরে ধীরে ?

অর্ধচন্দ্রের মুকুট পরেছ' শিরে
ভুবন আধ-আলো ক'রে ;
শান্ত সৌম্য মুখে কেন ভাষা নাহি সরে ?
মিছে লজ্জায় যেতেছ মরে !

বুঝিতে না পারি হায় !
তোমার রহস্য কোথায় লুকায়ে রয় !
তবু চেয়ে আছ মোর
নয়নে নয়ান দিয়ে !

আশার আলো
নিভে গেল ;

এবার কবি
ম্লান ছবি
চোখে আর
লাগেনা ভালো।

কি হবে এঁকে আর
রূপের ছবি তোমার ?

যদি না থাকে প্রাণ
কি হবে শুনে গান ?
জীবনে আশার আলো
বলো কে নিভালো ?

১৫০

কবি তোমার কল্পনারে
জাগিয়ে রাখ চারিধারে ;
জগৎ কবি
আঁকছে ছবি
রাত্র-দিন আলো-আঁধারে !

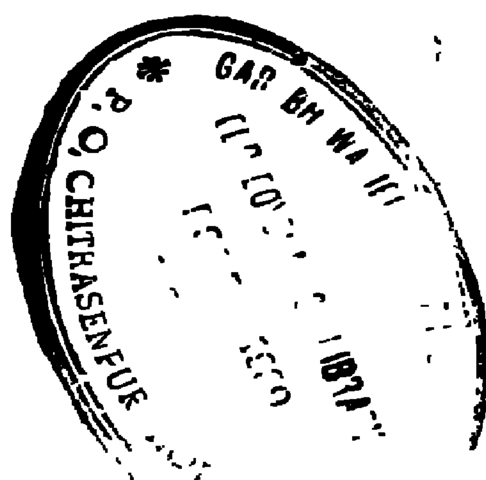
কত রঙে রঙ যে মেশায়
অরূপ ঐ রূপের নেশায়,
সুখে দুখে
কল্পলোকে
সৃষ্টি ছড়ায় বিশ্ব চরাচরে ।

তোমার প্রেম প্রিয়ে
বিফল নাহি হবে!
পরাণ-কবি যতদিন
জাগিয়া রহিবে ভবে!

সে নিত্য নতুন চোখে—
তোমায় কল্পনায় লবে এঁকে,
চির পুরাতন মাঝে তুমি
নিত্য নতুন হবে!

কবির কল্পনা মাঝে
তুমি লভিয়াছ ঠাঁই,
যেদিকে ফিরাই আঁখি
তোমারে দেখিতে পাই!

যুগ-যুগান্তর ধরে
তনুদেহে যৌবন রহিবে ভরে,
অধর-কিশলয় হাসি তব
ভরিয়া রবে।


P.O. CHITRASENPUR

সূচী

অনন্ত প্রেমের তাজমহল	১৪৩
আমার সাধনা কামনা	২০
আজ বুঝি অভাগীর কথা	২৭
আকাঙ্খা মোর বন্যা বেগের মত	২৯
আমার জীবনের যত কথা	৪০
আছে আছে আমার কাছে	৪২
আজ এই সকাল বেলা	৫২
আজ কত গানে গানে	৫৭
আমার জীবন বীণার তারে	৬০
আকাশ আজ উড়বে বলে	৬৯
আঁধার মাঝে চাঁদের আলো	৭০
আঁধার ঘরে জ্বালবো আলো	৭৩
আজ আমার গাছে	৭৪
আমি তোমার আসার লাগি	৮৯
আমার ফুলের গন্ধ বনে	৯৭
আমার এই জীবনের ক্ষেতে	৯৮
আসিবে প্রিয়ে তুমি	১০৩
আজি নব বসন্তের দিনে	১০৯
আজি এই জ্যোছনা রাতে	১১১
আজ বিদায়ের বেলা	১১৩
আজ শারদ প্রাতে	১২২
আজ প্রাতে প্রাণ মোর	১২৮
আশার আলো নিভে গেল	১৪৯
উঠেছে তুফান ছুটেছে বান	২

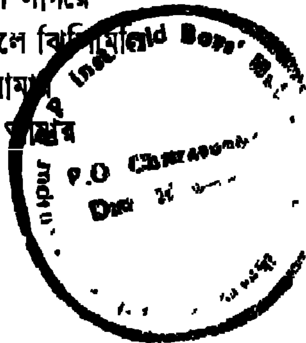
উড়িয়ে সোনার আঁচল খানি	১১০
এজীবনে চিনিনা জানিনা যারে	৮৭
এতদিন যা করেছি	৯৩
এস সখী বসে থাকি	১০২
এ বিপুল বিশ্ব ভূমি	১১৬
এই ধরনীর অন্তরের বেদনা যত	১°৮
ঐ যে পাখী পালকে ঢাকি	১৭
ঐ যে আকাশ সকাল বেলা	৩০
ঐ যে শিশুর খেলা আমি	৮৫
ওঠ তুমি নাথ	২১
ওগো আমার ব্যথার ব্যথী	৪৭
ওগো মোর নিশীথিনী প্রিয়ে	১৪৮
কথা মোর গান হয়ে	৬
কী গান গাহিল প্রাণ	৩১
কী আছে হোথায়	১১৯
কাজল আঁকা সিঁদুর মাখা	১৩১
কল্পনা চলিতে চায় সুদূরের পানে	১৪৭
কবি তোমার কল্পনারে	১৫০
খেলাঘরে মনে আছে সখী	১২৭
চলেছি আমি নীরব রাতে	১৪৬
জীবনে মরণে স্বামী	১৪
জীবনের পথে এগিয়ে যাব	৩২
জানি জানি তোমায় জানি	৪৩
জানি জানি তোমায় জানি	১৩৩
ঝরা ফুলের ঝরা পাতা	৬২
তোমার ছবি কল্পনাতে	৩

তোমার দয়া যদি নাহি পাই	৪
তোমায় যেদিন পাব স্বামি	৭
তোমার প্রেম আমার ঘরে	৯
তোমার গান আমি গাই বারে বারে	১০
তোমার ডাক প'ড়বে যবে	১১
তোমার কথা রাত্র দিনে	১২
তোমার রূপে রঙ ফলাতে	১৬
তুমি চেয়ে চেয়ে ফিরে গেছ	৩৫
তোমার আঘাত সইতে আমি	৩৮
তোমার সাথে আবার স্বামী	৪১
তোমার কাছে কাজ ক'রে যাই	৪৬
তোমার কাছে আমার চাওয়া	৪৮
তোমার প্রেম সবার বাড়া	৪৯
তুমি আমায় চুরি ক'রে	৫০
তোমার সাথে আমি নাথ	৫৩
তোমার হাওয়া লাগলে প্রাণে	৬১
তোমার ছবি আমার আঁকা	৭১
তোমার প্রেম সবার বাড়া	৭৫
তোমার বাতাস তোমার আলো	৭৬
তুলি নাই ফুল আমি	৭৯
তোমার পূজা দেওয়ার তরে	৮৮
তোমায় সখী সামনে রেখে	১০১
তরুর বুকের মাঝে	১১৫
তুমি কার প্রতীক্ষায় রয়েছ বালা	১২৬
তোমার নয়নে নয়ন দিয়া	১২৮
তোমার প্রেম প্রিয়ে বিফল নাহি হবে	১৫১

দিনের দুরাশা রাতের ভাষা	১৩
দিনের আলো আঁধার হ'লো	২৫
দাঁড়ায়েছ আজ ফিরায়ে বদন	৬৭
দিবস রাতে কথার মালা	৭১
দিনে দিনে আঘাত হেনে হেনে	৮১
দিনের আলো যেখানেতে	৯০
দিনের শেষে ঘোমটা টানি	৯৯
দিনের শেষে অস্ত রবির	১০৪
দিনের আলো আঁধার হ'লে	১৩৬
দিনের শেষে নামছে নিশার	১৩৯
ধুলায় লুটায়ে যায় সখি তব অঞ্চল	১৪৫
নিত্য নূতন রূপে আমি	২৪
নিঠুর তোমার মারকে আমি	৬৫
নতুন নামে ডাকবে মোরে	৭২
পতি রূপে সাথী রূপে চাই তোমারে	১৫
প্রতি দিন প্রিয় তোমার কাছে	৪৭
প্রেম আ ার চুপে চুপে	৫১
পাগল হাওয়া ভোরের বেলা	৫৯
পরাণে কার পরশ লেগে	৬৬
প্রিয়ে চেয়ে দেখ মোর পানে	৮২
প্রিয়ে তোমার মুখে চেয়ে চেয়ে	১০৫
প্রহর শেষে চৈত্র এসে	১৩৫
প্রিয়ে সারা দিন হেসে হেসে	১৩৬
প্রিয়ে আমার বয়ানে নয়ন দিয়ে	১৩৭
পরাণ করি দিবস রাতে	১৪২
ফুলের মুখে ফুটাও হাসি	১৮

ফুল ফাগুণ সম	২২
ফাগুণ মাসে ফুলের বাসে	৫৬
ফুলের আমি শয়ন পাতি	২৬
ফাগুন আজ তরুর বুকে	৬৮
ফুটিয়ে তোল নিশি ভ'রে	৮৩
ফাগুনের এই সকাল বেলা	১২৯
ভালবাসায় প্রানটি-ভ'রে	২৩
ভাঙবো আজ পাষাণ কারা	১১৭
ভোরের পাখীর গানে গানে	৬৩
মনের পাখী উড়তে চায়	১
গিছে ভাবনায়	১৯
মনের ঘরে তোমায় ঢেকে	৩৪
মরণ আমার আঁধার ঘিরে	৪৫
মনের গোপনে প্রেম	৫৫
মনের সুখে চেয়েছিনু	৮১
মন ভোলান শিশুর হাসি	১২১
যা আছে তোমার জানিতে চায়	২৮
যত দিন বাঁচবো ভবে	৩৩
যে দিন যায় সেদিন ভালো	৮০
যা আছে তোর ভোগ করে নে	৮৪
যখনি চুমিতে গিয়াছি আমি	১১২
যাহা পাই তাই শেষ করে যাই	১৪১
রাতের পরে রাত কেটে যায়	৯৪
রাতের পরে কাটছে রাত	৯৬
রঙে রঙে রঙ ফলাতে	১০৮
বিশ্বব্যাপী বজ্র তোমার	৩৭

বিশ্বব্যাপী বজ্র তোমার	৯৫
বেঁধে তোমায় রাখবো প্রিয়ে	১২০
বিরহী মনের বাঁধ ভেঙেছে	১৩০
বঞ্চিত ছিল যারা	১৪৪
শুভ দিনে শুভক্ষণে	৮
শ্রাবণ ঘন বাদল দিনে	৯১
শ্রাবণের এই সকাল বেলা	৯২
শৈশবে ছিল মোর	১২৩
শিথিল কেশে প'রে মালিকা	১২৫
সাথী হারা পাখীর মত	৫
স্থান যদি নাহি পাই	৩৯
সকাল বেলা বকুল তলার	৫৪
সকাল বেলা বকুল তলায়	৫৮
সখী আজ তোরা আমায়	৬৪
স্বপন মাঝে আসা যাওয়া	৭৮
সখীর নগ্ন ছবি	১০০
সখী তোমার স্বর্ণ পদ্ম দুটি	১০৬
সখী তুমি সন্ধ্যা লোকে	১০৭
সৃষ্টি আজ ডেকে ডেকে কয়	১১৪
সখী তোমার রূপ সাগরে	১১৮
সন্ধ্যার সাগর জলে বি[illegible]	১৪০
হবে হবে হবে আমা[illegible]	৩৬
হারিয়ে যা গেছে [illegible]র	১৩২



ভ্রম সংশোধন।

পরিচয়		৪র্থ লাইনের		৩য়	শব্দ	'অভাষ'	স্থলে	'আভাষ'
১নং কবিতার		৩য়	„	১ম	„	'সাঁজের'	„	'সাঁঝের'
১৪নং	„	„	„	শেষ	„	'ফু'	„	'ফুল'
৩৮নং	„	১৪শ	„	১ম	„	'নয়'	„	'নয়ন'
৮৮নং	„	১৫শ	„	২য়	„	'পূজার'	„	'পূজা'
৯০নং	„	৮ম	„	১ম	„	'সরূপ'	„	'অরূপ'
১০২নং	„	৭ম	„	১ম	„	'াখির'	„	'আঁখির'
১০৮নং	„	১৩শ	„	১ম	„	'কহ'	„	'কহে'
১১২নং	„	৮ম	„	১ম	„	'মখল'	„	'মেখলা'
১২৬নং	„	৫ম	„	২য়	„	'অতর'	„	'অন্তর'
১৩২নং	„	১১শ	„	শেষ	„	'চেখে'	„	'চোখে'
১৩৩নং	„	৫ম	„	শেষ	„	'বলুচরে'	„	'বালুচরে'
১৩৯নং	„	১ম	„	শেষ	„	'নশার'	„	'নিশার'



